সত্যের সন্ধানে নিরন্তর THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর

Publish-Date: 2026-03-01 Edition: দ্বিতীয় সংস্করণ

আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদন

হতাশা ও বিষণ্নতায় ২৮% শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

যুগান্তর প্রতিবেদন

দেশে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার পরিসংখ্যানে ভিন্নধর্মী ও উদ্বেগজনক প্রবণতা দেখা গেছে। এর পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হিসাবে উঠে এসেছে হতাশা ও বিষণ্নতা। তথ্য বলছে, ২০২৫ সালে সারা দেশে ৪০৩ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। এর মধ্যে ২৭ দশমিক ৭৯ শতাংশ হতাশা এবং ২৩ দশমিক ৩২ শতাংশ শিক্ষার্থী অভিমানে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে অর্থাৎ স্কুল পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থীদের এই হার তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পুরুষ শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ প্রবণতা বেশি। শনিবার 'শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা : ক্রমবর্ধমান সংকট' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে সমীক্ষার ফলাফল তুলে ধরে এসব তথ্য জানায় সামাজিক সংগঠন আঁচল ফাউন্ডেশন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস বিভাগের ফরেনসিক সাইকিয়াট্রিস্ট কনসালট্যান্ট ডা. আনিস আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপলউড সেন্টারের শিশু ও কিশোর মনোরোগ হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সৈয়দ মাহফুজুল আলম, টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. মারুফ আহমেদ খান, আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট তানসেন রোজ ও প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর সোহেল মামুন প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আঁচল ফাউন্ডেশনের রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস ইউনিট লিডার ফারজানা আক্তার লাবনী। এ সময় জানানো হয়, স্কুলগামী ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৪

এক বছরে ৪০৩ শিক্ষার্থী এ পথ বেছে নিয়েছে

ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের হার বেশি

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের ও স্কুলে বেশি মেয়েদের

হতাশা ও বিষণ্নতায় ২৮% শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

(৫ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থীরা মূলত কৈশোরের সংবেদনশীল সময়ে থাকে, যা মানসিক ও আবেগীয় বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরিবারে খোলামেলা যোগাযোগের অভাব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পেশাদার কাউন্সেলিং ব্যবস্থার ঘাটতি, সামাজিক হেনস্তা বা অপমানবোধ এবং মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করছে। ফলে শিক্ষার্থীদের জীবন রক্ষা করা নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হয়ে পড়েছে। এখনই সমন্বিত উদ্যোগ না নিলে আগামী বছরগুলোতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে।

মূল প্রবন্ধে জানানো হয়, আঁচল ফাউন্ডেশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২১ সালে ১০১ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, ২০২২ সালে ৫৩২ জন শিক্ষার্থী, ২০২৩ সালে ৫১৩ জন শিক্ষার্থী, ২০২৪ সালে ৩১০ জন শিক্ষার্থী আত্মহনন করে। ২০২৫ সালে সারা দেশে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার ৪০৩ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে।

গত এক বছরের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে হতাশার ক্ষেত্রে নারী ৬২ বা ৫৫.৩৫ শতাংশ ও পুরুষ ৫০ জন বা ৪৪.৬৫ শতাংশ, অভিমানে নারী ৫৮ জন বা ৬১.৭০ শতাংশ ও পুরুষ ৩৬ জন বা ৩৮.২৯ শতাংশ আত্মহত্যা করেছে। একাডেমিক চাপে ৭২ জন আত্মহত্যা করেছে, যার অধিকাংশই স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থী যেখানে নারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যাই সর্বাধিক যা শতাংশের হিসাবে ৭০.৮৩ শতাংশ। প্রেমঘটিত কারণে ৫৩ জন বা ১৩.১৫ শতাংশ, পারিবারিক টানাপোড়েনে ৩২ জন বা ৭.৯৪ শতাংশ, মানসিক অস্থিতিশীলতায় ২৫ জন বা ৬.২০ শতাংশ এবং যৌন নির্যাতনের কারণে ১৪ জন বা ৩.৪৭ শতাংশ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। সাইবার বুলিংয়ের কারণেও একজন নারী শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে যা ডিজিটাল নিরাপত্তা ও অনলাইন সহিংসতার নতুন মাত্রা তুলে ধরে।

শিক্ষাব্যবস্থার ধারা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৪০৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সর্বাধিক আত্মহত্যা সংঘটিত হয়েছে স্কুল পর্যায়ে ১৯০ জন, যা মোট ঘটনার ৪৭.৪০ শতাংশ। কলেজ পর্যায়ে ৯২ জন বা ২২.৮ শতাংশ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৭ জন বা ১৯.১০ শতাংশ এবং মাদ্রাসায় ৪৪ জন বা ১০.৭২ শতাংশ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বমোট ৪০৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৪৯ জন বা ৬১.৮ শতাংশ নারী শিক্ষার্থী এবং ১৫৪ জন বা ৩৮.২ শতাংশ পুরুষ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার হার পুরুষের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। স্কুলে ১৩৯ জন নারী ও ৫১ জন পুরুষ; কলেজে ৫০ জন নারী ও ৪২ জন পুরুষ আত্মহত্যা করেছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যা সামান্য বেশি; যেখানে ৪১ জনপুরুষের বিপরীতে ৩৬ জন নারী শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। মাদ্রাসায় ২৪ জন নারী ও ২০ জন পুরুষ আত্মহত্যা করেছে। এই পার্থক্য ইঙ্গিত করে যে, কৈশোরে মেয়েরা সামাজিক ও পারিবারিক চাপ, সম্পর্কগত টানাপোড়েন এবং আবেগীয় সংকটে বেশি ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে, যেখানে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে পুরুষ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা, কর্মসংস্থান ও আত্মপরিচয় সংকট বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

বয়সভিত্তিক তথ্যচিত্র : বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার ৬৬.৫০ শতাংশ, যা মোট আত্মহননকারীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। এদের মধ্যে ১৯০ জন নারী ও ৭৮ জন পুরুষ। কৈশোরকালীন আবেগীয় অস্থিরতা, পরিচয় সংকট, প্রেমঘটিত টানাপোড়েন, একাডেমিক চাপ এবং সামাজিক তুলনা সবমিলিয়ে এ বয়সটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। ২০ থেকে ২৫ বছর বয়সিদের মধ্যে ২২.৬ শতাংশ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে, যেখানে পুরুষের সংখ্যা ৫১ এবং নারীর সংখ্যা ৪০। ১ থেকে ১২ বছর বয়সি ৪৪ জন বা ১০.৯ শতাংশ শিশুর আত্মহত্যা করেছে। এত অল্প বয়সে এমন চরম সিদ্ধান্ত সমাজের নৈতিক ও মানসিক দুর্বলতাকেই তুলে ধরে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা, সেশনজট, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার সঙ্গে আত্মহত্যা সম্পর্কিত বেশি দেখা গেছে। কলেজ ও স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার প্রধান কারণ অভিমানের ও একাডেমিক চাপ ছিল দ্বিতীয় প্রধান কারণ। এছাড়া হতাশা প্রেমঘটিত, পারিবারিক টানাপোড়েন, যৌন নির্যাতনের শিকার এবং মানসিক অস্থিতিশীলতার কারণে শিক্ষার্থীরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

Developed by The Daily Jugantor © 2026